

আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক
আসসালামু আলাইকুম

সালাম বাড়াবে সামাজিক নিরাপত্তাবোধ

ঘরে-বাইরে সবাইকে আগে সালাম দিন ।

সালাম মানে শান্তি । সালাম মানে শুভকামনা ।

শুদ্ধভাবে স্পষ্ট উচ্চারণে সালাম দিন । সমাজে বাড়বে শান্তি ও নিরাপত্তাবোধ ।

অন্যের জন্যে আন্তরিক শান্তি কামনায় ভালো থাকবেন আপনিও ।

quantummethod.org.bd

সামাজিক নিরাপত্তা, সম্প্রীতি ও শান্তির জন্যে সালাম

মানুষের অন্যতম সক্ষমতা হলো মনের ভাব প্রকাশ করতে পারা। আর এই মনের ভাবের যত ধরনের প্রকাশ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম হলো পারস্পরিক অভিধান, শুভকামনা বা একে অন্যকে শান্তির বার্তা জানানো। দেশ-কাল ও সংস্কৃতি ভেদে অভিধানের ভাষা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে খুব সহজ এবং সুদূরপ্রসারী একটি বার্তা হলো সালাম। পূর্ণ রূপ ‘আসসালামু আলাইকুম’। অর্থাৎ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

আপাতদৃষ্টিতে ছোট্ট একটি বাক্য বা কয়েক মুহূর্তের কুশল বিনিময়, অথচ সমাজজীবনে এর প্রভাব ও ব্যাপ্তি অনেক।

নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়

সালাম আরবি শব্দ। এর অভিধানিক অর্থ শান্তি। একইসাথে শঙ্কামুক্তি, কল্যাণ ও নিরাপত্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে সালাম শব্দটির মাধ্যমে। কাউকে সালাম দেয়ার মধ্য দিয়ে মুখে উচ্চারণ না করলেও যে কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হলো, আমার কাছে আপনি নিরাপদ বা আপনার অকল্যাণ করার কোনো ইচ্ছা আমার নেই।

সুসম্পর্কের ভিত্তি রচনা করে

সালাম বিনিময় নিছক কোনো সামাজিক রীতি নয়, বরং এটি অপরপক্ষের হৃদয়ে মমতা ও সুসম্পর্কের বীজ বুনে দেয়। মানুষে মানুষে সম্প্রীতি গড়তে এর তুলনা নেই। বহু বিরোধ ও মনোমালিন্যের সমাপ্তি ঘটাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এই সালাম। ভুল বোঝাবুঝি ও রাগ-ক্ষোভের সূত্র ধরে পরিবারে ও কর্মক্ষেত্রে পরস্পর কথা হচ্ছে না, এমন পরিস্থিতিতে সংযোগের সেতু হিসেবে কাজ করে এটি।

তাই-তো ধর্মোচ্চারণে সালাম বিনিময়কে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কাউকে সালাম দেয়া সুন্নত, অর্থাৎ নবীজী (স) সালাম দিতেন এবং কাজটি কল্যাণকর। তবে সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব বা অবশ্য পালনীয়। এ থেকেই বোঝা যায়, কেউ শান্তি ও সদ্ভাব নিয়ে এগিয়ে গেলে মুখ ফিরিয়ে থাকার সুযোগ নেই। একইভাবে অথবা তার চেয়েও ভালোভাবে জবাব দিতে হবে। ‘কেউ যখন তোমাদের সালাম দেয়, তখন তোমরা কমপক্ষে সে-রকম অথবা তার চেয়েও বেশি সম্মানসহকারে সালামের জবাব দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে হিসাব গ্রহণকারী।’ —সূরা নিসা, আয়াত ৮৬

শুদ্ধাচারের আরেক নাম

দৈনন্দিন জীবনে গুরুত্বপূর্ণ একটি শুদ্ধাচার হলো একে অপরকে সালাম দেয়া। অহম ও উদ্ধত্যের খোলস ভেঙে প্রতিটি মানুষকে বিনয়ী ও সদাচারী হয়ে উঠতে সাহায্য করে সালাম। এর পাশাপাশি সামাজিক পরিমণ্ডলে ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয় হাসিমুখে সালাম দেয়ার অভ্যাস।

যে শুভকামনা সবসময় সব পরিস্থিতিতে

কুশল বিনিময়ে বিচিত্র সব রীতি রয়েছে, ভাষা রয়েছে। সময় ও পরিস্থিতি ভেদে বদলে যায় শব্দমালা। তবে সালামের একটি বৈশিষ্ট্য হলো তা কোনো নির্দিষ্ট সময় বা আবহে সীমাবদ্ধ নয়। যে-কোনো সময় যে-কাউকে



বলা যায়—হোক তা আনন্দে উৎসবে বা শোকে বেদনায়। কারণ ‘আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক’—কথাটির আবেদন কখনো ফুরায় না। যে শান্তিতে আছে, ভালো আছে তার যেমন প্রয়োজন শান্তিকে দীর্ঘস্থায়ী করা, তেমনি যে ভালো নেই তার জন্যে শান্তির প্রয়োজন আরো বেশি।

নতুন প্রজন্মকে সমাজের অংশ হতে শেখায়

দায়িত্ব-সচেতন ও শুদ্ধাচারী সন্তান পরিবারের কোনো আকস্মিক প্রাপ্তি নয়, বরং এর নেপথ্যে থাকে পরিবারের মানুষগুলোর ভালো অভ্যাস এবং আদব-কায়দার চর্চা। শিশুরা দেখে শেখে এবং এ বিষয়টিই হতে পারে মা-বাবা ও অভিভাবকের সবচেয়ে বড় শক্তি।

পারস্পরিক সালাম বিনিময় যখন পরিবারের রেওয়াজ হয়, শিশু এতেই অভ্যস্ত হয়। অন্যকে সে শ্রদ্ধা করতে শেখে। জড়তা কেটে যায়, আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়। প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন, শিক্ষকবৃন্দসহ সমাজে নিত্য চলাচলের স্থানগুলোতে মানুষের সাথে তার হৃদয়তা গড়ে ওঠে। সে ধীরে ধীরে হয়ে ওঠে সত্যিকারের সামাজিক মানুষ।

সালামের অনুরণন বদলে দেয় চারপাশ

কথা বা শব্দের শক্তি অপরিমিত, একথা কে না জানে! ভালো কথা যেমন বক্তা ও শ্রোতার মনে আনন্দ, অনুপ্রেরণা, মমতা সৃষ্টি করতে পারে, তেমনি কথা হতে পারে দুঃখ, নিরাশা এমনকি বিভেদের কারণ।

নিউরোসায়েন্টিস্টরা একাধিক গবেষণা করে দেখেছেন, নেতিবাচক শব্দ কখনো কখনো এত বিপুল পরিমাণে স্ট্রেস হরমোন সৃষ্টি করে যা আমাদের মস্তিষ্কের স্বাভাবিক কর্মপ্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে। অন্যদিকে ভালো কথা, একটু শুভকামনা বা দোয়া দেহ-মনে সৃষ্টি করে সুখ ও স্বস্তির অনুভূতি। এর উপকার শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়, ঘরে-বাইরে সালামের উচ্চারণের ফলে আপনা-আপনিই কমে যায় দুর্ব্যবহার, পারস্পরিক ঝগড়া-বিরোধ। একে অপরের জন্যে শান্তির প্রত্যাশা শান্তিময় করে তোলে আমাদের চারপাশ।

তাই আসুন, সালাম চর্চাকে আমাদের সংস্কৃতির অংশে পরিণত করি। ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো হোক শ্রদ্ধাপূর্ণ, সমাজ হয়ে উঠুক নিরাপদ ও শান্তিময়।

সালাম দিন

সুস্থ থাকবেন

ভালো থাকবেন

পাশ্চাত্যে ও পাশ্চাত্যের অনুকরণে গড়ে ওঠা নগরীগুলোর বাসিন্দারা প্রতিনিয়ত এক নীরব ঘাতকের শিকার হচ্ছে, যার নাম একাকিত্ব। কোলরিজের কবিতায় সমুদ্রের অসীম জলরাশির বুকে ভাসমান বুড়ো নাবিক যেমন তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে একফোঁটা পানি পায় নি, নাগরিক মানুষও তেমনি জনসমুদ্রে আপন কোনো মুখ খুঁজে পায় না।

১৯৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনা ও ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ১,৫৩১ জন মানুষের ওপর একটি জরিপ করেন। দেখা গেল, গড়পড়তা মার্কিন নাগরিক মনে করে, সুখ-দুঃখের আলাপ করার জন্যে তার অন্তত তিন জন কাছের মানুষ রয়েছে। ২০ বছরের ব্যবধানে জরিপটি পুনরায় করা হলো। এবার অংশগ্রহণকারীরা জানাল, আমার একজনও কাছের মানুষ নেই। (আমেরিকান সোশিওলজিক্যাল রিভিউ, জুন ২০০৬)

স্যাটেলাইট সংস্কৃতি, স্মার্টফোন ও ইন্টারনেটের সুবাদে মার্কিন এই অসুখ গত কয়েক দশকে পুরো পৃথিবীকে সংক্রমিত করেছে। সর্বান্তকরণে সামাজিক ও যুথবদ্ধ একটি প্রাণী ক্রমশ অসামাজিক হয়ে যাচ্ছে। অচেনা মানুষ তো দূরের কথা, প্রতিবেশীর সাথেও তার কোনো সামাজিক সম্পর্ক নেই। বাংলাদেশেও শহরগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষকে পাওয়া যাবে, যারা একই বিন্দিংয়ে বছরের পর বছর বাস করছে কিন্তু পরস্পরকে চেনে না। লিফট বা সিঁড়িতে দেখা হলে কুশল বিনিময় না করে দ্রুত পাশ কাটিয়ে চলে যায়। সামাজিক পরিমণ্ডলে কারো সাথে আলাপের বদলে মুঠোফোনে ঘাড় গুঁজে স্ক্রল করতে পারলে মানুষ যেন বেশি স্বস্তি পায়!

কিন্তু মার্কিনদের অভিজ্ঞতাই বলে দিচ্ছে, যারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ তারা হতাশ অবসাদগ্রস্ত ও বাতিল মানুষ। সাম্প্রতিককালে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী আরেকটি মেটা-অ্যানালিসিসের ফলাফল অনুযায়ী, দৈনিক ১৫টি সিগারেট টানার চেয়েও বেশি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ও নিঃসঙ্গতা। (নিউ সায়েন্টিস্ট, ১২ আগস্ট ২০২০)

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া সান ফ্রান্সিসকো-র গবেষণা অনুযায়ী, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা একজন মানুষের কর্মদক্ষতা ও চিন্তাশক্তি কমিয়ে দেয়। সিঁড়ি বেয়ে ওঠা বা হাঁটার মতো অনায়াস কাজটিও তখন কঠিন মনে হয়। ১৪৮টি গবেষণার এক মেটা-অ্যানালিসিসে উঠে এসেছে—নিঃসঙ্গতা অকালমৃত্যুর ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। (প্লস মেডিসিন; ২৭ জুলাই ২০১০) পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিবেচনা করে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একাকিত্বকে বৈশ্বিক স্বাস্থ্য অধাধিকার ঘোষণা করেছে।

নিঃসঙ্গতার প্রতিষেধক Vitamin S

তাহলে নিঃসঙ্গতার মহামারি থেকে আত্মরক্ষার দাওয়াই কী? সমস্যাটি যেহেতু পাশ্চাত্যকে বেশি আক্রান্ত করেছে, সেখানে এ নিয়ে জোরদার গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা বিস্তারিত পরীক্ষা চালিয়ে নাগরিকদের আপাতত পরামর্শ দিচ্ছেন, যদি সুখী ও সফল হতে চাও, পরিচিত-অপরিচিতদের হ্যালো বলার অভ্যাস বাড়ান।

প্রতিদিন যাদের সাথে দেখা হয়, তাদের সালাম বা হ্যালো বলতে পয়সা খরচ হয় না কিন্তু এর উপকারিতা এত ব্যাপক যে, বিজ্ঞানীরা একে বলছেন ভিটামিন এস বা সোশ্যাল কন্টাক্ট।

বিখ্যাত মার্কিন জরিপকারী প্রতিষ্ঠান গ্যালাপ ৪,৫৫৬ জনের ওপর জরিপ করে জানাচ্ছে, প্রতিবেশীদের নিয়মিত ‘হ্যালো’ বলেন যারা, অন্যদের তুলনায় তারা বেশি ভালো থাকেন। ছোট্ট এই অভ্যাস সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা বাড়ায়। সেইসাথে সুস্থতা, আর্থিক সমৃদ্ধি এবং পেশায় সাফল্যের পরিমাণও বাড়িয়ে দেয়। (সিএনএন, ১৫ আগস্ট ২০২০)

আরো বড় পরিসরে সমীক্ষা চালিয়েছেন যুক্তরাজ্যের সাসেক্স বিশ্ববিদ্যালয় ও তুরস্কের একদল গবেষক। ৬০ হাজার মানুষের আচরণ পর্যালোচনা করে তারা জানাচ্ছেন, যারা পরিচিতদের গুড মর্নিং বলে দিন শুরু করে, জীবন নিয়ে তারা বেশি তৃপ্ত। (সোশ্যাল সাইকোলজিক্যাল অ্যান্ড পার্সোনালিটি সায়েন্স)

জ্ঞান অর্জন থেকে প্রাণ বাঁচানো ৯

সালাম প্রয়োজন সর্বত্র

শ্রেণিকক্ষে চঞ্চলমতি শিশুদের মনোযোগ ধরে রাখা নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জিং। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ক্লাসের শুরুতে শিক্ষকরা যদি শিশুদের গুড মর্নিং বা হ্যালো বলে স্বাগত জানান, শিক্ষার্থীদের অস্থিরতা ও দুষ্কর্মের পরিমাণ কমে এবং পড়ার প্রতি মনোযোগ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ে। (জার্নাল অব পজিটিভ বিহেভিয়ার)

কারো সাথে প্রথম পরিচয়ের জড়তা ভাঙতে সালাম বা নমস্কার বলাটা সাহায্য করে, একথা সবাই জানে। নতুন আবিস্কার হলো, ডাক্তারদের সালাম বা হ্যালো বলার অভ্যাস থাকলে আপনি প্রাণে বাঁচতে পারেন! গবেষণায় জানা গেছে, সার্জারির আগে ডাক্তাররা যদি নিজেদের মধ্যে কুশল বিনিময় করেন, অপারেশন-পরবর্তী জটিলতা ও প্রাণহানির সংখ্যা কমে ৩৫ শতাংশ। (হার্ভার্ড বিজনেস রিভিউ; ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১০)

অতএব পরিচিত ও স্বল্প পরিচিতদের সালাম দেয়ার গুরুত্ব ধর্মশাস্ত্রের সাথে গলা মিলিয়ে বিজ্ঞানও এখন প্রচার করছে। ঘর হতে একটি পা-ও না ফেলিয়া স্বজন-বন্ধুদের সাথে আপনি হয়তো ভার্চুয়ালি আলাপ সেরে ফেলছেন কিংবা অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে পছন্দের খাবার বা পণ্য পেয়ে যাচ্ছেন। বিনিময়ে সূক্ষ্ম খেসারতও কিন্তু আপনি দিচ্ছেন। দোকানে গেলে বিক্রেতার সাথে আপনার দু-চারটে কথা হতো, যার মনোদৈহিক এবং সামাজিক উপকারিতা অপরিমিত।

তাই সকালে ঘুম থেকে উঠে শোকর আলহামদুলিল্লাহ/ হরি ওম/ থ্যাংকস গড বলার পর প্রথম যাকে দেখছেন তাকেই সালাম দিন। ঘর থেকে বেরিয়ে প্রতিবেশী, সহকর্মী, সহযাত্রী, মহল্লার মুদি দোকানদার যার সাথেই দেখা হবে, সবাইকে আগে সালাম দিন। দিন শুরু হোক শান্তির বার্তা ছড়িয়ে। আপনার জীবন উজ্জ্বল হোক কল্যাণ ও নিরাপত্তাবোধে।



নবীজীবনে (স) সালামের দৃষ্টান্ত

রসুল (স) যখন মদিনায় হিজরত করলেন, মদিনাবাসী সকলের সাথে আমিও সমবেত হলাম তাঁকে একবার দেখার জন্যে। সেখানে পৌঁছেই শুনতে পেলাম রসুল (স) উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে বলছেন—
‘হে মানুষ! পরস্পরকে সালাম দেয়ার রেওয়াজ চালু করো। অভিজ্ঞদের খাবার দাও। আত্মীয়স্বজনের সাথে সদ্যবহার করো। সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন নামাজে নিমগ্ন হও। তুমি নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।’
—আবদুল্লাহ ইবনে সালাম; তিরমিজী, ইবনে মাজাহ

রসুল (স) রাতের শেষ অংশে জান্নাতুল বাকী কবরস্থানের (মদিনায় অবস্থিত, এখানে বহু সাহাবীর কবর রয়েছে) দিকে বেরিয়ে যেতেন এবং বলতেন—‘হে কবরবাসী মুমিন সম্প্রদায়! তোমাদের প্রতি সালাম। তোমাদের যা প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা শীঘ্রই পূরণ করা হবে। আর আমরা অবশ্যই একদিন তোমাদের সাথে মিলিত হবো। হে আল্লাহ! তুমি বাকীর অধিবাসীদের ক্ষমা করো।’
—আয়েশা (রা); নাসাঈ, আহমদ, ইবনে মাজাহ, মুসলিম

আমরা মেয়েদের একটি দল মসজিদে বসেছিলাম। নবীজী (স) পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আমাদের সালাম দিলেন। —আসমা বিনতে ইয়াজিদ (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

আমি একদিন সালাম না দিয়ে রসুল (স)-এর দরবারে প্রবেশ করলাম। রসুল (স) আমাকে বললেন, ফিরে যাও এবং বলো—‘আসসালামু আলাইকুম। আমি কি প্রবেশ করতে পারি?’
—কালদা ইবনে হাসল (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী, আহমদ

নবীজী (স) শিশু-কিশোরদের পাশ দিয়ে যাওয়ার পথে সবসময় আগে সালাম দিতেন।
—আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী, মুসলিম

সালামের শুদ্ধাচার

- শুদ্ধ উচ্চারণে ও আন্তরিকভাবে সালাম দিন।
- আগে সালাম দিতে সচেষ্ট হোন। অন্যের সালামের অপেক্ষায় থাকবেন না।
- ‘বয়সে ছোট ও অধীনস্থদের সালাম আমার প্রাপ্য’—এই মানসিকতা পরিহার করুন।
- পরিবারে/ কর্মক্ষেত্রে/ সামাজিক পরিমণ্ডলে পরস্পর সালাম বিনিময় করুন।
- সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব অর্থাৎ অবশ্য কর্তব্য।
- সালামের জবাবে নিশ্চুপ থাকবেন না/ হুঁ-হাঁ বলবেন না/ মাথা দোলাবেন না।
- স্পষ্টভাবে ও শুদ্ধ উচ্চারণে সালামের জবাব দিন—ওয়া আলাইকুম আসসালাম।
- ‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম’—এভাবে কারো সালামের জবাব দেয়ার সাথে সাথেই আবার সেই ব্যক্তিকে সালাম দেয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ ইতোমধ্যেই আপনারা একে অপরের জন্যে শান্তি কামনা করেছেন।

- টেলিফোনে বা সাক্ষাতে কাউকে সালাম দেয়ার পর পরই তাড়াহুড়ো করে কথা বলতে শুরু করবেন না। অপরপক্ষকে সালামের জবাব দেয়ার সুযোগ দিন।
- কেউ সালাম না দিলে বা কারো উচ্চারণে ভুল হলে সবার সামনে তাকে ভুল ধরিয়ে দিয়ে অপ্রস্তুত করবেন না।
- কেউ আপনার সালাম শুনতে না পেলে স্পষ্টভাবে আবার সালাম দিন। ‘আপনাকে সালাম দিয়েছি/ আপনি সালামের জবাব দিলেন না’—এ ধরনের কথা না বলাই শ্রেয়।
- সালাম দেয়া ও সালামের জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে শিশুর মধ্যে জড়তা থাকলে মা-বাবা/ অভিভাবক হিসেবে তাকে ধমক দেবেন না, জোর করবেন না। উৎসাহ দিন এবং ধীরে ধীরে তাকে সালাম চর্চায় অভ্যস্ত করুন।
- সালাম শান্তির জন্যে। তাই সচেতন হোন—সালাম আদান-প্রদানে প্রশান্তি, শ্রদ্ধা ও সমর্মিতার বহিঃপ্রকাশ যেন থাকে।

কোরআন ও হাদীসের আলোকে সালামের চর্চা



আল কোরআন



হাদীস শরীফ

কল্যাণের জন্যে

হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের ঘর ছাড়া অন্যের বাড়িতে অনুমতি না নিয়ে প্রবেশ করো না। অন্যের বাড়িতে প্রবেশ করার আগে তাদের সালাম জানাও ও অনুমতি নাও। এ নিয়ম তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। এ ব্যাপারে তোমরা সচেতন থাকবে। —সূরা নূর : ২৭

জান্নাতে ধ্বনিত হবে সালাম

যারা আল্লাহ-সচেতন ছিল তাদেরকে দলবদ্ধভাবে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হবে। জান্নাতের কাছাকাছি পৌঁছলে তোরণ খুলে দিয়ে রক্ষীরা তাদের স্বাগত জানাবে : তোমাদের প্রতি সালাম। তোমরা পরমানন্দে তোমাদের স্থায়ী আবাস জান্নাতে প্রবেশ করো। —সূরা জুমার : ৭৩

সেখানে (জান্নাতে) তারা সালাম বা শান্তি ছাড়া কোনো নিরর্থক কথা শুনবে না। সকাল ও সন্ধ্যায় তারা পাবে সকল জীবনোপকরণ।

—সূরা মরিয়ম : ৬২

বিশ্বাসীরা যেদিন আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে, সেদিন তাদেরকে স্বাগত জানানো হবে ‘সালাম’ বলে। তিনি তাদের জন্যে মহাপুরস্কার প্রস্তুত রেখেছেন। —সূরা আহজাব : ৪৪

মন্দকথা ও বিতর্কের প্রত্যুত্তর

যখন তারা কোনো ফালতু কথা (গীবত বা বাজে কথা) শোনে, তখন তারা সেখান থেকে দূরে সরে যায়। শান্তভাবে বলে, আমাদের কাজের ফল আমরা পাব, তোমাদের কাজের ফল তোমরা পাবে। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা বোকার মতো বিতর্কে জড়াতে চাই না।

—সূরা কাাস : ৫৫

দয়াময়ের দাস তারাই, (এক) যারা জমিনের ওপর নম্রভাবে চলাফেরা করে। মূর্খরা তাদেরকে কথা বলে উদ্ভুক্ত (বা বিতর্ক সৃষ্টি) করতে চাইলে তারা বলে, তোমাদের প্রতি ‘সালাম’। —সূরা ফোরকান : ৬৩

পরিচিত-অপরিচিত ছোট-বড় নির্বিশেষে

ইসলামে সর্বোত্তম কাজ হচ্ছে, পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দেয়া (আসসালামু আলাইকুম বলা) এবং অভুক্ত মানুষকে খাওয়ানো। —আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); বোখারী, মুসলিম, নাসাঈ

শিশুদের আগে সালাম দাও। —আনাস ইবনে মালেক (রা); বোখারী, মুসলিম

সালামে অগ্রবর্তী ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত

যে আল্লাহর নিকটবর্তী, সে-ই সবসময় অন্যকে সালাম দেয়ার ক্ষেত্রে হয় অগ্রবর্তী। —আবু উমামা (রা); আবু দাউদ, তিরমিজী

আল্লাহর ক্ষমা লাভ

সালামের প্রসার ঘটানো। ভালো কথা সুন্দর করে বলো। এর মধ্যেই নিশ্চয়তা রয়েছে আল্লাহর ক্ষমার। —আবু শুরাই (রা); ইবনে হিব্বান, তাবারানী

মনের কৃপণতা দূর করতে

সুন্দর ও পরিপূর্ণভাবে সালামের জবাব না দেয়া কৃপণ মনের প্রকাশ। নিঃসন্দেহে সে কৃপণদের একজন। —আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা); মুফরাদ (বোখারী)

কল্যাণ ও বরকতের উৎস

যখন তুমি ঘরে ফেরো, তখন ঘরের সবাইকে সালাম দাও। সালাম তোমার ও তোমার পরিবারের কল্যাণ ও বরকতের উৎসে পরিণত হবে। —আনাস ইবনে মালেক (রা); তিরমিজী

ভালবাসার প্রতীক

বিশ্বাসী ছাড়া কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। তোমরা সজ্জবদ্ধ হয়ে পরস্পরকে ভালো না বাসলে কখনো বিশ্বাসী হতে পারবে না। আর পরস্পরকে ভালবাসতে হলে পরস্পর সালাম দেয়ার রেওয়াজ চালু করো। —আবু হুরায়রা (রা); মুসলিম

প্রশ্ন : আমি নেতিবাচকতা দূর করার জন্যে প্রার্থনাসহ অন্যান্য সবই করেছি। কিন্তু কারো সাথে ঝগড়া হলে তার সাথে কথা বলি না, সালামও দেই না। এই নেতিবাচকতা দূর করার উপায় কী?

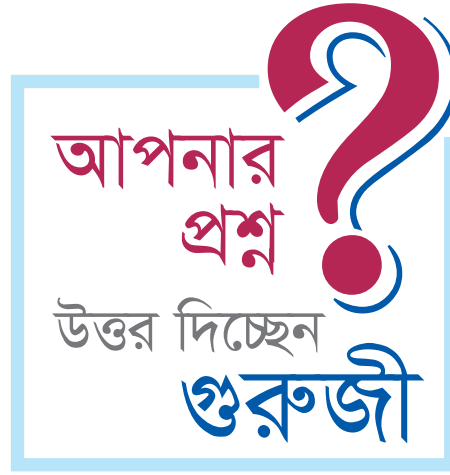
উত্তর : খুব সহজ। যার সাথে ঝগড়া তাকে দেখলেই আগে সালাম দেবেন। তার সাথে যেচে কথা বলবেন। লামাতে এক প্রতিবেশী আমাদের দেখলেই গালিগালাজ করত। প্রথমদিকে সে কিছু বলার আগেই আমরা বলতাম, আসসালামু আলাইকুম! এর জবাবও সে দিত না। তবুও আমরা আন্তরিকভাবে সালাম দিতে থাকলাম। কয়েক বছর পরে সে বলে যে, ‘এরকম বেহায়া! সালামের জবাব দেই না, তবুও সালাম দেয়।’ পরে সে নিজেই জবাব দিতে শুরু করল। ধীরে ধীরে আমাদের সাথে তার সম্পর্ক ভালো হলো।

অতএব যার সাথে ঝগড়া তাকে সালাম দেবেন সবচেয়ে বেশি। সালাম দেয়া উত্তম সুন্নত। আগে সালাম দেয়া এবং সালাম চর্চায় অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা অত্যন্ত নেকির কাজ। আপনার সালামের পুরস্কার আল্লাহ কীভাবে দেবেন আপনি বুঝতেও পারবেন না। নবীজী (স) বলেছেন, ‘সর্বত্র সালামের প্রচলন করো (প্রথম সুযোগেই আগে সালাম দাও), তোমরা লাভ করবে শান্তি ও নিরাপত্তা।’—বারা ইবনে আজিব (রা); আহমদ, মুফরাদ

সবসময় পরস্পরের ওপর শান্তি বর্ষণ করতে থাকলে অশান্তি অনিরাপত্তা আসবে কীভাবে? অশান্তি তখন এমনই পালিয়ে যাবে। তাই আগে সালাম দেয়া যেন আমাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। প্রতিদিন মেডিটেশনে পর্যালোচনা করবেন সবাইকে আগে সালাম দিতে পেরেছেন কিনা। আগে সালাম দেয়া অভ্যাস হয়ে গেলে কারো সাথে ঝগড়া জিইয়ে রাখা কঠিন। ফলে আপনিও নেতিবাচকতা থেকে সহজেই মুক্ত হতে পারবেন।

প্রশ্ন : আমি সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। আমি আমার সহকর্মীদের সালাম দেই। কিন্তু লক্ষ করেছি, দুজন শিক্ষক আমাকে সালাম দেন না এবং আমি সালাম দিলেও উত্তর পাই না। আমি জানতে চাই—শুধু ইসলাম ধর্মের অনুসারীরাই কি পরস্পর সালাম বিনিময় করবে নাকি অন্যরাও পারবে?

উত্তর : সালাম দেয়া বা অন্যের শান্তি কামনা—এর চেয়ে ভালো আর কিছু নেই। কারণ আপনি কারো শান্তি কামনা করছেন মানে তার জন্যে



প্রার্থনা করছেন। আরেকজনের জন্যে দোয়া করা তো নিঃসন্দেহে ভালো কাজ এবং প্রত্যেক মানুষের এটা করা উচিত।

ইমাম বোখারী (র) তার বিখ্যাত *আল আদাব আল মুফরাদ* গ্রন্থে অমুসলিমদের সালাম প্রসঙ্গে লিখেছেন (১১১২)—ইবনে আব্বাস বলেন, ‘একজন ইহুদি, একজন খ্রিস্টান বা একজন ম্যাজিয়ান (অগ্নি-উপাসক) সালাম দিলে সুন্দরভাবে সালামের জবাব দেবে।’ আল্লাহ বলেন, ‘আর কেউ যখন তোমাদের সালাম দেয় তখন তোমরা কমপক্ষে সে-রকম অথবা তার চেয়েও বেশি সম্মানসহকারে সালামের জবাব দেবে।’ (সূরা নিসা, আয়াত ৮৬)

ইমাম বোখারীর *আল আদাব আল মুফরাদ*-এর এই বর্ণনার ব্যাখ্যায় প্রখ্যাত তাফসিরকার, মুহাদ্দিস ও সিরাতকার আল্লামা আদিল সালাহি বলেন, ইবনে আব্বাস সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে কোরআনের এই আয়াত বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সবার জন্যে প্রযোজ্য। তাছাড়াও অমুসলিমদের সাথে সাহাবী ও তাবৈঈনদের সালাম বিনিময়ের অনেক প্রামাণ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে।

এই তথ্য জানার আলোকে আমরা নির্দিষ্ট বলতে পারি, সালাম ও সালামের সুন্দর জবাব একটি সার্বজনীন বিষয়। কারো বিশ্বাস বা অবিশ্বাস এতে কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করে না। আর সালাম তো এখন আমাদের সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে।

প্রশ্ন : আমরা জানি, আসসালামু আলাইকুম অর্থ আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। তবে কেউ কেউ ‘সালামালাইকুম’ বা ‘সলামালেকুম’ বলেন; এর অর্থ জানতে চাই।

উত্তর : ‘সালামালাইকুম’ বা ‘সলামালেকুম’ যারা বলেন, তারা অভ্যাসবশত বলেন। তারা ‘আসসালামু আলাইকুম’ বলতে চান কিন্তু মুখ দিয়ে ভুলটা বেরিয়ে যায়। কারণ দীর্ঘদিনের অভ্যাস। এজন্যে বিনয়ের সাথে তাদেরকে

স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত। তবে কথাটি বলতে হবে পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে শোধরানোর মানসিকতা নিয়ে। তিনি যেন কোনোভাবেই লজ্জিত বা অপমানিত বোধ না করেন।

রসূল (স), আহলে বায়াত ও সাহাবীদের জীবন দেখলে আমরা বুঝতে পারি কারো ভুল ধরিয়ে দিতে হয় কীভাবে। নবীজীর (স) দৌহিত্র ইমাম হাসান (রা) এবং ইমাম হোসাইন (রা) তখন শিশু। একদিন তাদের চোখে পড়ল এক প্রবীণ বেদুইন ভুলভাবে ওজু করছেন। মুরব্বিকে এটা কীভাবে বলা যায়, এই চিন্তা করে তারা ঝগড়া শুরু করলেন। একজন বলে আমার ওজু ঠিক, আরেকজন বলে আমার ওজু ঠিক। তারপর সেই বেদুইনকে তারা বললেন, আপনি আমাদের বিচারক। আপনি বলুন আমাদের মধ্যে কার ওজু ঠিক হয়। এরপর দুজনেই ওজু করলেন। বেদুইন দেখলেন, তারা একইভাবে ওজু করছে। তিনি উপলব্ধি করলেন, তার ওজু ঠিক হয় নি—এটা দুই শিশু কত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিল!

পারস্পরিক আচরণে এই সম্মানবোধ খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেউ ভুল উচ্চারণে সালাম দিতে পারে বা আমিও ভুল শুনতে পারি। কিন্তু একে অন্যের প্রতি আমরা সবসময় সৌজন্যের পরিচয় দেবো।

অতএব কেউ ভুল করলে সময়-সুযোগ বুঝে আমাদের শুদ্ধাচার বইয়ের *সালাম ও কুশল বিনিময়ে অংশটুকু* দেখাতে পারেন। তাহলে উনি সতর্ক হয়ে যাবেন। তবে অন্যের ভুল খোঁজার চেয়ে নিজেকে শুদ্ধ করার দিকে মনোযোগী হওয়া বেশি কল্যাণকর।

প্রশ্ন : সালামের অভ্যাস আমার আগে থেকেই ছিল। প্রশ্ন হলো, একজন মহিলা হিসেবে আমি কি শুধু মহিলাদেরই সালাম দেবো?

উত্তর : সালাম সবার জন্যে। নারী-পুরুষ, ছোট-বড় প্রত্যেক মানুষের জন্যে। তবে নারী হিসেবে আপনার স্বাধীনতা, স্বকীয়তা ও সম্মান আপনাকেই বজায় রাখতে হবে। কোনো পুরুষকে যখন কোনো মহিলা সালাম দেন, তখন সেই সালাম থেকেই তিনি বুঝতে পারেন তার সীমানাটা কতটুকু। হাসিমুখে কথা বলবেন কিন্তু কতটুকু হাসবেন এটা আপনাকে বুঝতে হবে।

আপনি নিজের সীমানা বজায় না রাখলে কোনো পুরুষও তার সীমানা বজায় রাখবে না। আর আপনি যদি দূরত্ব বজায় রাখেন, কোনো পুরুষ তার সীমা অতিক্রম করবে না।

তাই সামাজিক পরিমণ্ডলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে সালাম দেবেন, কিন্তু সবসময় সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখবেন।

সালাম চর্চার অনুভূতি



অফিসে সবার সহযোগিতা পাই

ইসমত আরা মুন্নী

২০১৫ সালে আমি কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করি। এখানে দেখতাম পরিচিত-অপরিচিত সবাই সবাইকে আন্তরিকভাবে সালাম দেন। তখন আমার মধ্যে অনেক জড়তা ছিল। কর্মক্ষেত্রে আমরা জুনিয়রদের কাছ থেকে সালাম প্রত্যাশা করি। আমিও জুনিয়রদের কখনো সালাম দিতাম না।

২০১৭ সালে প্রথমবার লামা কোয়ান্টায়নে যাই। সে-সময় আমার কর্মক্ষেত্রের জন্যে একটি মনছবি ঠিক করলাম। ইতিবাচক পরিবর্তনের প্রথম পদক্ষেপ কী হতে পারে ভাবতে থাকলাম। তখন আমি সালাম দেয়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করলাম। এরপর থেকে পরিচিত-অপরিচিত সবাইকে সালাম দিতে শুরু করি। আমার পরিচিত সবজি বিক্রেতা, ডাব বিক্রেতা, অফিসের ড্রাইভারসহ চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের আমি আগে সালাম দেই। প্রথম প্রথম আমার মুখে সালাম আটকে যেত। একসময় দেখলাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি আগে সালাম দিতে পারছি।

একদিনের ঘটনা। পরিচ্ছন্নতাকর্মী অফিস কক্ষে ঝাড়ু দিচ্ছেন। তাকে বললাম— আসসালামু আলাইকুম। তিনি প্রথমে বুঝতে পারেন নি। ডানে-বামে তাকাচ্ছেন। বললাম যে, আমি তাকেই সালাম দিচ্ছি। অবাক হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন, ‘আপা আমাকে?’ এরপর থেকে তিনি আগের চেয়ে আরো আন্তরিক হয়ে উঠলেন। সমপর্যায়ের সহকর্মীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বা হিংসাসুলভ আচরণের মুখোমুখি আমি কখনো হই নি এই সালামের বরকতে। আমার যে-কোনো কাজে তারা সবসময় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। পারস্পরিক সম্পর্কগুলোও আরো সুন্দর হয়েছে।

[সহকারী ১৩ গ্রেড, ডাক অধিদপ্তর, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ, ঢাকা]

পারিবারিক একাত্মতা বেড়েছে

আবদুস সেলিম

২০১৯ সালে কোয়ান্টাম বলল, সবাইকে আগে সালাম দিন। আমি যখন সালাম দেই সাথে বলি, ‘আপনার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।’



যে আন্তরিকতা নিয়ে আমি সালাম দেই, সেই একই আন্তরিকতা তারাও অনুভব করেন। কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে সালাম অত্যন্ত কার্যকর।

একবার এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি রিকশার খোঁজে। যেখানে যাব জায়গাটি বেশ ভেতরে। কয়েকজন রিকশাচালক রাজি হলো না। এরপর একজনকে কথপোকথনের শুরুতেই সালাম দিলাম। সে সালামের জবাব দিল হাসিমুখে এবং ন্যায্য ভাড়া রাজিও হয়ে গেল।

২০১৩ সালে কোয়ান্টামের সাথে যুক্ত হই। এর আগে পরিবারে সালাম বিনিময় একেবারেই ছিল না। পারিবারিক জীবনে একে অন্যকে সালাম দিতে শিখেছি কোয়ান্টামে এসে। ফলে আমাদের পারিবারিক একাত্মতা, বোঝাপড়া ও সৌহার্দ্য বেড়েছে।

[সহকারী প্রধান শিক্ষক, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ স্কুল এন্ড কলেজ, নাটোর]

সালাম আত্মবিশ্বাস বাড়ায়

মো. নাজমুল ইসলাম



শুদ্ধ উচ্চারণ এবং বিনয়ের সাথে সালাম দেয়ার শুদ্ধাচার আমি কোয়ান্টামে এসে শিখেছি। আগে সালাম দিতাম কিন্তু আমার উচ্চারণ

সঠিক হতো না। আত্মবিশ্বাসের অভাবে আমি মানুষের সাথে কথা বলতে পারতাম না। মেডিটেশন চর্চা করে আমার আত্মবিশ্বাস বেড়েছে। ফলে আমি মানুষের সাথে কথা বলতে পারি। তবে আলাপের শুরুতে সালাম না দিলে এক ধরনের নেতিবাচকতা আমার মনের মধ্যে থাকে। যা বলতে চাই তা গুছিয়ে বলতে পারি না। আগে সালাম দেয়ার উপকার আমি পেয়েছি বঙ্গাসন বুলেটিন করসেবায় অংশ নিয়ে। আগে সালাম দিলে অপরপক্ষ কথা শুনতে আগ্রহী হন। সালামের অভ্যাস আমার আত্মবিশ্বাস আরো বাড়িয়েছে।

[রেজিস্টার্ড নার্স, ঢাকা]

মা-কে হাসিমুখে সালাম দিয়ে দিন শুরু করি

সাদিয়া ফারজানা যারীন



বাসায় সালামের চর্চা থাকায় বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কিংবা অপরিচিত যে-কাউকে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সালাম দিতে পারি।

কারো সাথে কথা বলতে জড়তা-সংকোচ অনুভব করি না। মায়ের কর্ণে সালাম শুনে আমি সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠি। আগে সালামের জবাব দিতে লজ্জা পেতাম। ২০১৮ সালে কোয়ান্টাম মেথড কোর্সে এসে জানলাম, সালাম প্রশান্তির বাহক। এরপর থেকে মায়ের সালামের জবাব দিতে শুরু করি। এখন দিনের শুরুটাই করি হাসিমুখে মা-কে সালাম দিয়ে এবং মাটির ব্যাংকে দান করে। তাই সারাদিনই আমার ভালো কাটে।

[এইচএসসি সম্পন্নকারী শিক্ষার্থী, সিএমপি স্কুল এন্ড কলেজ, চট্টগ্রাম]

মনোমালিন্য দূর করে সালাম

প্রকৌশলী মো. শফিকুল ইসলাম



আমি ৪৯১ ব্যাচে কোয়ান্টাম মেথড কোর্স করেছি। এখানে এসে উপলব্ধি করেছি মানুষের কল্যাণে কাজ করলে নিজের কল্যাণ হয় এবং

জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। অন্যের কল্যাণে কাজ করতে হলে নিজেকে অহংকারমুক্ত থাকতে হয়। আর সালাম অহংকারমুক্ত হতে সাহায্য করে।

এ-ছাড়া শত্রুকে যদি বেশি বেশি সালাম দেয়া যায় সে-ও একসময় বন্ধু বা শুভাকাঙ্ক্ষীতে পরিণত হয়। আবার দৈনন্দিন জীবনে মনোমালিন্য দূর করতে সালাম দারুণভাবে সাহায্য করে। সালাম চর্চার ফলে আমি বাস্তবে এ উপকারগুলো পেয়েছি।

[ব্যবসায়ী, গাইবান্ধা]

নিজে ভালো থাকার জন্যে সবাইকে আগে সালাম দিন

আসসালামু আলাইকুম। এটি একটি প্রার্থনা, একটি দোয়া। যখন কারো শান্তির জন্যে প্রার্থনা করা হয়, এর শুভ অনুরণন চারদিকে ছড়িয়ে যায়। শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠার প্রথম শর্ত হচ্ছে অন্তর থেকে অন্যের জন্যে শান্তি কামনা করা। এজন্যে সালামের প্রচলন করতে হবে। শুরু করতে হবে ঘর থেকে, পরিবার থেকে। কারণ ঘরে শান্তি এলে সমাজে শান্তি আসবে, সমাজে শান্তি এলে দেশে শান্তি আসবে। ঘরে নিরাপত্তা থাকলে সমাজও হবে নিরাপদ।

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন—সালাম দিলে শান্তি ও নিরাপত্তা কীভাবে বাড়বে? যে-কোনো রাষ্ট্রে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ নিরাপত্তা দেন বাইরে থেকে। এটি হলো পরিস্থিতি ও পরিবেশের নিরাপত্তা। কিন্তু সমাজে সবাই সবাইকে সালাম দিচ্ছে, হাসিমুখে কথা বলছে—এই বাস্তবতা আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার অনুভূতি দেয় ভেতর থেকে।

আসলে ধর্ম কী? নবীজী (স) এককথায় জবাব দিয়েছেন—সদাচরণ। অর্থাৎ ধর্মের প্রকাশ হচ্ছে সদাচরণ বা শুদ্ধাচার। যিনি ধার্মিক তার কথা আচরণ চাহনি সবই আরেকজনকে নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়। তার উপস্থিতি মানুষকে স্বস্তি দেয়। সালাম হচ্ছে সদাচরণ ও শুদ্ধাচারের প্রথম বহিঃপ্রকাশ।

মানুষ সাধারণত মানুষের কাছে খুব বেশি কিছু চায় না। সম্মান চায়, সদাচরণ চায়। প্রত্যেকে নিজেকে সম্মানিত দেখতে চায়, তার বয়স যা-ই হোক। মা-বাবা, স্বামী-স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সহকর্মী, অধস্তন—সবাই যখন আপনার আচরণে সম্মানিত বোধ করবে, তখন পারস্পরিক সম্পর্ক ও কাজকর্ম সবই হয়ে যাবে সহজ এবং আনন্দময়। কারো সাথে মনোমালিন্য বা কথা কাটাকাটি হলে প্রথম সুযোগেই সালাম দেবেন। তাহলে বিভেদ দূর হতেও সময় লাগবে না।

বয়সে ছোটরা বড়দের আগে সালাম দেবে, এই ধারণা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। সন্তানদের বা শিশুদের আগে সালাম দেবেন। তাহলে সে-ও শুদ্ধাচারী হয়ে গড়ে উঠবে।

পরম করুণাময়ের কাছে শুকরিয়া আদায় করি যে, আমাদের দেশে সর্বস্তরে সালামের প্রচলনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে কোয়ান্টাম। প্রায় দুই দশক আগে সাংগঠনিকভাবে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে, ছোট-বড় নির্বিশেষে সবাইকে আগে সালাম দেবো। আমাদের সজ্জবদ্ধ চর্চা জনমানসে এই বোধ সঞ্চার করেছে—সালাম চর্চা ব্যাকডেটেড তো নয়ই বরং শুদ্ধভাবে সালাম দেয়া স্মার্টনেস।

পাশ্চাত্যেও এখন কুশল বিনিময়ের ব্যাপারে আগ্রহ বাড়ছে। নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব দূর করতে সম্প্রতি ইউরোপে ক্যাম্পেইন শুরু হয়েছে—পরিচিত-অপরিচিত নির্বিশেষে Just say Hello!

এই সালাম ও কুশল বিনিময়ের গুরুত্ব পাশ্চাত্য অনুভব করল এতদিন পর। অথচ নবীজী (স) সবাইকে আগে সালাম দেয়ার কথা বলেছেন ১৪শ বছর আগেই!

সব ধর্মের নির্যাস এই সালাম বা শান্তি। সনাতন হিন্দুধর্মে একটি মন্ত্র ‘ওম শান্তি’। এর মর্মার্থ হলো—হে ঈশ্বর! আত্মজ্ঞান লাভের সকল বাধাবিঘ্ন দূর করো, শান্তি আসুক।

মহামতি বুদ্ধের বাণী—‘সবের সত্তা সুখীতা ভবন্ত’। এর অর্থ জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক।

অতএব অন্যের শান্তি কামনা বা সালাম জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যে। তাই সবাইকে আগে সালাম দিন। হাসিমুখে সালাম দিন।

[সাদাকায়নে গুরুজীর আলোচনার সারসংক্ষেপ, ৮ ডিসেম্বর ২০২৩, মারহামান হল, কোয়ান্টাম, লামা]